

# ছুরি

লেখক: আগাথা ক্রিস্টি



খবরের কাগজ “The Times” এর ব্যক্তিগত কলামে রোজই একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। সেটা এরকমঃ

আপনি কি সুখী? যদি না হন, দেখা করুন মি. পারকার পাইনের সাথে। ১৭ রিচমন্ড পার্ক।

ব্যতিক্রমী বিজ্ঞাপন দেখে অনেকেই সামান্য অবাক হয়, তবে অই পর্যন্তই। সত্যি সত্যি দেখা করতে আসে খুবি অল্প কিছু লোক। আজ তেমনি একটা দিন।

মি. পার্কারএর ডেস্ক এর বারজার টা বেজে উঠল হটাৎ। বোতাম টিপে তিনি বললেন, বলুন।

“একটা মেয়ে আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন, স্যার”

“আপনি তাকে পাঠিয়ে দিতে পারেন মিস লেমন!”

অনুমতি দিলেন তিনি।

কয়েক মূহূর্ত পর নবাগতা ঢুকল।

“গুড মর্নিং, প্লিজ বসুন” বলল পার্কার।

বসল মেয়েটা। তীক্ষ্ণভাবে তাকে পর্যবেক্ষন করলেন মি. পাইন। স্পট বুঝা যাচ্ছে মেয়েটা খুবই নার্ভাস।

“আপনি কি মি. পার্কার?”

“হ্যাঁ”

“যিনি...যিনি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন!”

“হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন”

“আপনি বলেন কেউ অসুখি হলে আপনার সাথে দেখা করতে...”

“হ্যাঁ বলি”

মেয়েটা একটু দম নিল। তারপর বলল, “আমি এ মূহূর্তে ভয়ানক অসুখী। কি করব ভেব পাচ্ছিলাম না, তাই বি..জ্ঞাপনটা দেখে ভাবলাম আপনার সাথে দেখা করি”

জবাব নাড়িয়ে অপেক্ষা করলেন মি. পাইন মেয়েটার কথা এখনও শেষ হয়নি। খানিকটা দম নিয়ে মেয়েটা আবার বলতে শুরু করল, “আ...আমি একটা মারাত্মক বিপদে পড়েছি” হাত দুটো কচলাচ্ছে সে। যেন কি বলবে কিছু বুঝে উঠতে পারছেন।

“হু!” বললেন মি. পাইন। “সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে খুলে বলুন”

মেয়েটা কিছুখন চুপ করে থেকে বলতে লাগল, “আসলে ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস”

“আর ...”

“আর গোপনীয় বটে”

“আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন”

মেয়েটি বড় একটা দম নিয়ে সব বলে গেল।

পার্কার চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নারলেন।

মেয়েটার নাম ড্যাফনে। স্বভাবে একটু উড়নচন্ডি টাইপের। প্রচুর টাকা উড়ায় সে, যদিও তাঁর সামর্থ্য নেই। তাই দেনা করে টাকা উড়ায়। এবং দেখতে দেখতে বিরাট অঙ্কের একটা ঋণের মধ্যে পরে যায় সে। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর স্বামী কিছুই জানেনা।

কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল মেয়েটি।

“সমস্যা এতটুকু হলে ভাল হত! কিন্তু সমস্যা আরও বড়...”

“আরেকটু খুলে বলবেন কি?” বললেন পারকার।

ড্যাফনে নিচু হয়ে তার ব্যাগ থেকে কি যেন একট বের করল।

জিনিসটা আকারে ছোট। কিন্তু উজ্জল আর ঝকঝকে।

“এটাই সমস্ত নষ্টের গোরা” ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল মেয়েটি।

আলোয় নিয়ে দেখলেন পারকার। জিনিসটা একটা প্লাটিনামের আংটি। উপরে একটা বড়সড় হিরা বসানো।

“একদম খাঁটি একটা হিরা। কম পক্ষে দুই হাজার পাউন্ড দাম!”

“ঠিক! তবে ওটা চোরাই, আমার এক ক্লাসমেটের বাড়িতে গিয়ে চুরি করেছি আমি এটা।”

“তাই নাকি !” নরে চরে বসলেন পারকার ।

মেয়েটা একটু ধাতস্ত হয়ে বলতে শুরু করল , “আমার অবস্থা তখন খুবই শোচনীয় ।এসময় আমরা কয়েকদিনের জন্য নওমি মানে আমার ক্লাসমেটের বাড়িতে বেড়াতে যাই ..”

“ওর স্বামীর অচেল টাকা , যাহোক সেসব । যেদিন চলে আসব সেদিন নওমি আমাকে আংটি দিয়ে এটাকে জুয়েলারী দোকানে সারানোর জন্য দিয়ে বলে”

“হুম” চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাকালেন পারকার ।

“আংটিটা হাতে নিয়েই আমার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চাপে । আমি দোকানে গিয়ে ওটার একটা নকল পাথরের ক্লোন আংটি তৈরী করি”

“তারপর নকলটা আপনার ফ্রেন্ডের কাছে পাঠিয়ে আসলটা আপনি নিয়ে আসেন এইতো ??”

মাথা ঝাকাল মেয়েটি ।

“কিন্তু এরপরই অপ্রত্যাশিতভাবে আমি আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা পেয়ে যাই.....যা আমার ঋন দানের জন্য যথেষ্ট ছিল ”

“ফলে আংটি টা আর আপনার কাজে লাগেনা এবং আপনি এখন টা তাকে ফেরত দিতে চান তাইতো ?” পারকারের কথায় মাথা ঝাকাল মেয়েটি ।

“হ্যা তবে তা অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে এবং খুব শীঘ্রই কারন নওমী খুব শীঘ্রই ওর আংটি টাকে জুয়েলারী দোকানে পাঠাবে আর তাহলে আমি ধরা পরে যাব”

“আচ্ছা” মাথা নারলেন পারকার ।

“আজকে রাতে নওমীর জন্মদিনের পার্টি ..আপনারা সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেন”

“গুড পয়েন্ট !” ঝিকিয়ে উঠল পারকারের চোখ ।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

পরদিন সকাল ।পারকারের অফিস ।

“ভেতরে আসুন” ডোরবেল বাজতেই বললেন পার্কার ।

“বদলাতে”পেরেছেন তো!” চেম্বারে ঢুকেই প্রশ্ন ছুড়ল ড্যাফনে ।

“ভয়”নেই মেয়ে , আপনার কাজ হয়ে গেছে।”

“বাচালেন !” উজ্জল হয়ে উঠল মেয়েটার মুখ ।

“নওমি কোন সন্দেহ করেনি তো !”

“না । ব্যাপারটা ডাঙ্গের সময় আমার এজেন্ট করেছে । সন্দেহের প্রশ্নই উঠেনা”

মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটিয়ে পকেট থেকে আংটিটা বের করে দিলেন পার্কার !

“এটা নকলা তো ?”

“অবশ্যই । গতকাল যেটা দেখিয়েছিলেন সেটা এখন আপনার ফ্রেন্ডের আঙুলে শোভা পাচ্ছে”

হাসি মুখে বললেন পার্কার ।

“তাছারা এটা জুয়েলারী দোকান পরিস্কা ও করেছি ।”

“কি বলেছে ওরা ” অবাক বিস্ময়ে চোখদুটো বেরিয়ে পড়ছে যেন ড্যাফনের ।

“কি আর বলবে নকল হিরা ছারা”

“নকল?”

“কেন আপনি আসল আশা করছিলেন নাকি?”

“না ... মানে ঠিক তা....” আমতা আমতা করতে লাগলেন ড্যাফন ।

“আপনি ধরা পড়ে গিয়েছেন ম্যাডাম”

“মানে?”

“মানে”চুরিটা আপনি করেন নি চুরিটা আসলে আমাকে দিয় করাতে চেয়েছিলেন”

“কি বলছেন আমি .....”

“থাক” হাতটা উপরে তুলে ধরলেন পারকার ।

“আপনার নাম ড্যাফনে নয় ... অ্যারস্টিন আপনার নাম... আর নওমির বন্ধুও নন আপনি ....সেক্রিটারি”

“কি....বল” আরেকবার মিথ্যাকে ঢাকা র চেষ্টা করল মেয়েটি ।

“নওমীর আংটিটা ঢিলে হয়ে যাওয়ায় শহরে এলেন .....নকল তৈরী করলেন তারপর আসলেন আমার কাছে ....আসলটা দেখিয়ে আমাকে বিশ্বাস করালেন তারপর যথারীতি আসলটা নওমীর কাছে পৌছে দিলেন । পার্টিতে যাবার সময় তারাহুঁরা করে নকলটা তুলে দিলেন আমার লোকের কাছে...”

চুপ করে রইলেন ড্যাফন

“ভালই ফাঁদ পেতেছিলেন । কিন্তু ধরা পরে গেলেন । আমার আগেই আপনার উপর সন্দেহ হয়েছিল তাই ট্রেনে আবার আংটি টা পরিক্ষা করলাম... নিশ্চয় বুঝতে পারছেন...তখুনি ..”

“আমি দুঃখিত আপনাকে সুখী...” কথাটা শেষ করতে পারলেননা মি. পারকার

“থাক আর জ্ঞান দিতে হবেনা... বুড়ো শকুন...” রাগে গজগজ করতে বেড়িয়ে গেলেন ড্যাফন ।

মুচকি হাসলেন মি. পারকার পাইন। তারপর তিনি তার সেক্রিটারিকে ডেকে বললেন, “মিস. লেমন আমি একটু বিশ্রাম নেব । কেউ আসলে ডেকে দিবেন”

চেয়ারে এলিয়ে পরে চোখ বুঝলেন তিনি ।

**আমাদের ওইয়েব সাইট - [www.alldownloadbd.com](http://www.alldownloadbd.com)**

**আমাদের ফেইসবুক পেইজ -**

**<https://www.facebook.com/alldownloadbd>**

[www.alldownloadbd.com](http://www.alldownloadbd.com)